দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JAN. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা আর নয়

আহমেদ নূর

কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা দু'টি নাকি কোনো পাবলিক পরীক্ষা নয়, এগুলো শ্রেণি-উত্তীর্ণের পরীক্ষা মাত্র। অথচ দেখা যায় সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার আদলে পরীক্ষা দু'টি গ্রহণ করা হয়। যেমন অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার মতো পরীক্ষা দু'টির জন্য পরীক্ষার্থীদের সরকারি খাতে নির্দিষ্ট ফি প্রদান করতে হয়, নিজ বিদ্যালয়ে নয়—অন্য একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, প্রশ্ন তৈরি করা হয় জাতীয় পর্যায়ে, পরীক্ষা চলাকালীন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সার্বক্ষণিক পরীক্ষা পরিদর্শন করা হয়, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয় সরকারিভাবে, সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়, ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, এমনকি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরকারি সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়। অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার সঙ্গে এত সব মিল থাকা সত্ত্বেও কেন এ পরীক্ষা দু'টিকে পাবলিক পরীক্ষা বলা যাবে না, তা বোধগম্য নয়।

আমরা জানি, যেভাবে মাত্র এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিয়েই অনেক চাকরি পাওয়া যায়, তেমনি অষ্টম শ্রেণির সার্টিফিকেট দিয়েও বিভিন্ন সরকারি অফিসে চাকরি নেওয়া যায়। তবে পঞ্চম শ্রেণির সার্টিফিকেট এখনও কর্মক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না। এজন্য অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো বৈসাদৃশ্য আর থাকে না। শুধু পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে মাত্র এ একটি পার্থক্য থাকে। মাত্র একটি পার্থক্য দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাকে অন্য পাবলিক পরীক্ষাগুলো থেকে আলাদা করা যায় কিভাবে, যখন সেগুলোর সঙ্গে পরীক্ষাটির তাৎপর্যপূর্ণ অনেক মিল রয়েছে?

পরীক্ষা দু'টিকে শ্রেণি-উত্তীর্ণের পরীক্ষা বলারও কী অর্থ থাকতে পারে, যখন শ্রেণি-উত্তীর্ণের অন্য পরীক্ষাগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়? শ্রেণি-উত্তীর্ণের পরীক্ষা বলতে হলে পরীক্ষাগুলো আগের মতো তৃতীয়, চতুর্থ বা ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার মতোই নিতে হবে। যতোদিন এগুলো আগের মতো নেওয়া না হবে, ততোদিন এগুলোকে 'পাবলিক পরীক্ষা' হিসেবেই মানুষ গুরুত্ব দেবে।

২০১৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় আমাদের বিদ্যালয়ের চারজন খুব মেধাবী শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়নি মাত্র ইংরেজিতে 'এ' গ্রেড পাবার কারণে। অথচ অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী সবগুলো বিষয়ে 'এ প্লাস' না পেলেও জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাও এক্ষেত্রে অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার মতোই। শুধু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ব্যতিক্রম। পঞ্চম শ্রেণিতে যখন মাত্র এক বিষয়ে 'এ' গ্রেড পেলেই তার 'এ প্লাস' মিস হয়ে যায়, তখন অষ্টম, এসএসসি, এইচএসসি এসব পরীক্ষায় তিন-চার বিষয়ে 'এ' গ্রেড পেলেও গড় ফলাফলে 'এ প্লাস' কিন্তু মিস হয় না! এদিক থেকে বলা যায়, পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাটা অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষার চেয়েও উচ্চস্তরের পাবলিক পরীক্ষা!

দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থী এক বা একাধিক (সর্বোচ্চ পাঁচ) বিষয়ে ৯০ বা ৯৫-এর ওপরে নম্বর পাবার পরও অন্য মাত্র একটি বিষয়ে ৮০ থেকে একটু কম নম্বর পেলে 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়, অথচ কেউ কেউ সব বিষয়ে মাত্র ৮০ থেকে ৮৫ নাম্বার পেয়েও 'এ প্লাসে' উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এটা কি মেধাবী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কোনো মাপকাঠি হলো? এসব কারণে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অযৌক্তিক কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল করে মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেমন হতাশ হয়, তেমনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং অভিভাবকগণও যারপরনাই ব্যথিত ও হতাশ হন। পঞ্চম শ্রেণিতে অতিরিক্ত বিষয় না থাকলেও সমস্যাটির কোনো যৌক্তিক সমাধান কি নেই? উপযুক্ত কোনো সমাধান খুঁজে না পেলে অযৌক্তিক পরীক্ষাটি থেকে শিশু, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়।

নতুন শিক্ষা আইনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হচ্ছে। অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাই হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণিতে বর্তমানে প্রচলিত এই সমাপনী পরীক্ষা আর থাকছে না। ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিককে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার জন্য সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থবহ এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। প্রাথমিককে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়া যখন চলছেই তখন পঞ্চম শ্রেণির এই সমাপনী পরীক্ষা চালু রেখে আর কী লাভ? ২০১৬ সাল থেকেই পরীক্ষাটি বন্ধ করে দেওয়া হোক।